



97597 - গুনাতে লিপ্ত হয় আর বলে ঈমান হচ্ছে অন্তরে!

প্রশ্ন

কিছু কিছু মানুষ হারাম কাজে লিপ্ত হয় যমেন- দাড়ি মুণ্ডন করা, ধূমপান করা। যদি তাকে এগুলো বর্জন করার উপদেশে দয়া হয় তখন সে বলে: ঈমান হলো অন্তরে; ঈমান দাড়ি লম্বা করায় নয়, ধূমপান বর্জন করায় নয়। আরও বলেন: নশিচয় আল্লাহ তমোমাদের দেহগুলোর দিকে তাকান না; কিন্তু তিনি তমোমাদের অন্তরগুলোর দিকে তাকান। আমরা তাকে কভিবে জবাব দিতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই কথাটি কিছু অশিক্ষিত ও ভ্রান্ত যুক্তিদাতা লোকেরা বেশি বলে থাকে। এই সত্য কথাটি বলে বাতলিক উদ্দেশ্য করা হয়। কেননা এই কথা উদ্ধৃতকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের পাপের পক্ষে সাফাই গাওয়া। কেননা সে দাবী করে যে, নকে আমল করা ও পাপ ত্যাগ করার পরবর্ত্তে অন্তরে ঈমানই যথেষ্ট। এটি সুস্পষ্ট ভ্রান্ত যুক্তি। কেননা ঈমান শুধু অন্তরে নয়। বরং ঈমান যমেনটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর আলমেগণ সংজ্ঞা দনে: মুখের কথা, অন্তরে বিশ্বাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্ম।

ইমাম হাসান আল-বসরী বলেন: ঈমান বাহ্যিক বেশভূষা কিংবা অলীক চিন্তা নয়; বরং ঈমান হলো যা অন্তরে স্থির হয়েছে এবং কর্ম সটোক সত্যে পরণিত করেছে।

পাপে লিপ্ত হওয়া ও নকে আমল বর্জন করা প্রমাণ করে যে, অন্তরে ঈমান নই কিংবা রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ ঈমান। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ওহে যারা ঈমান এনছে! তমেরা সুদ ভক্ষণ করো না।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৩০] এবং তিনি বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তমেরা আল্লাহকে ভয় কর, তার নকৈট্ফলাভের উপায় অনুবষণ কর এবং তাঁর পথে জহোদ কর, যাত তমেরা সফল হতে পার।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৩৫] এবং তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও শেষে দবিসরে প্রতি ঈমান এনছে এবং সৎ কর্ম করছে।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৬৯] এবং তিনি আরও বলেন: “নশিচয় যারা ঈমান এনছে ও সৎকর্ম করছে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৭] তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও শেষে দবিসরে প্রতি ঈমান এনছে এবং সৎ কর্ম করছে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৬২]

তাই ঈমানকে কামলে ঈমান বলা হবে না যদি এর সাথে নকে আমল না থাকে এবং গুনাহ বর্জন করা না হয়। আল্লাহ তাআলা



বলনে: “সময়রে শপথ! নশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যরে রয়েছে। কবেল তারা ছাড়া যারা ঈমান এনছে, নকে আমল করছে, একে অপরকে সত্যরে ও ধরৈয়রে উপদশে দয়িছে।”[সূরা আসর, আয়াত: ১-৩] তিনি আরও বলনে: “ওহে যারা ঈমান এনছে! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আল্লাহর রাসূলরে আনুগত্য কর।”[সূরা নসি, আয়াত: ৫৯] তিনি আরও বলনে: “হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে এমন কছির দকি ডাকে যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করবে তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে ডাকে সাড়া দাও।”[সূরা আনফাল, আয়াত: ২৪] অতএব, অন্তররে ঈমান ছাড়া জাহরী আমল যথেষ্ট নয়। কেননা এটা মুনাফকিদরে বশৈষ্টিয়; যারা থাকবে জান্নাহরে সর্বনমিন স্তরে।

অনুবুপভাবে মুখে উচ্চারণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে মাধ্যমরে আমল করা ছাড়া অন্তররে ঈমান যথেষ্ট নয়। কেননা এটা জাহমীদরে দলভুকত মুরজয়ী ও অন্যান্যদরে দৃষ্টভিঙ্গি। এটা বাতলি দৃষ্টভিঙ্গি। বরএংচ অন্তররে ঈমান, মুখে উচ্চারণ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে আমল অবশ্যই লাগবে। গুনাতলে লপিত হওয়া অন্তররে ঈমানী দুর্বলতা ও ঘটতির প্রমাণ বহন করে। কেননা ঈমান নকে আমলরে মাধ্যমরে বাড়ে এবং পাপ কাজরে মাধ্যমরে কমে যায়।[আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ সালহি আল-ফাওয়ান (১/১৯)]

আর তরুককারী ব্যক্তি য়ে হাদসিটির দকি ইঙ্গতি করছেনে “কন্তু তিনি তোমাদের অন্তররে দকি তাকান” এই হাদসিটি সহহি মুসলমি (২৫৬৪) সংকলতি হয়ছে এই ভাষ্যে “নশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আক্তি ও সম্পদরে দকি তাকান না। তিনি তোমাদের অন্তরগুলো ও আমলগুলোর দকি তাকান।” এটা দ্ব্যর্থহীন ভাষ্য য়ে: অন্তররে শুদ্ধি ও আমলরে শুদ্ধি উভয়টি উদ্দষ্টি এবং মানুষক এই নরিদশে দয়ো হববে। সুতরাং কোন মুসলমিরে জন্ম আমলে কসুর করা ক্টিবা হারামে লপিত হওয়া জায়য়ে নহে। এরপর বলবে য়ে, নশ্চয় আল্লাহ অন্তররে দকি তাকান। বরএংচ আল্লাহ অন্তর ও আমল উভয়টির দকি তাকান। তিনি অন্তররে যা রয়েছে এবং আমলরে হিসাব নবিনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।